একক—১৫ ❐ রাজনৈতিক দল

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ প্রস্তাবনা

১৫.২ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

১৫.২.১ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

১৫.৩ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ

১৫.৪ আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

১৫.৫ আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

১৫.৬ দলব্যবস্থা

১৫.৭ দলব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ

১৫.৮ অনুশীলনী

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায় ও তাদের বৈশিষ্ট্য ঃ
- রাজনৈতিক দলের কাজ ও
- দলব্যবস্থা

১৫.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্তার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল রাজনৈতিক দল। শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, জী ব্লন্ডেল (Jean Blondel) "রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক কাঠামোর এক অনন্য আধুনিক রূপ।" বস্তুত, সরকার ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে রাজনৈতিক দল। আর্ণেস্ট বার্কার (Ernest Barker) সম্ভবত সেজন্য রাজনৈতিক দলকে এমন একটি তরল পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত নল (conduit)-এর তুলনা করেছেন—যা সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত এলাকা থেকে সরকারের নির্দিষ্ট অঞ্চলে সামাজিক চিন্তার প্রক্রিয়াটিকে বহন করে। অর্থাৎ বার্কারের কথায় সামাজিক চিন্তাকে রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রদানের কাজটি করে রাজনৈতিক দল।

তবে জাঁ শার্লো (Jean Charlot) নামে জনৈক ফরাসী রাষ্ট্রবিদ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, রাজনৈতিক দল নতুন বিতর্কিত জটিলএবং অসম্পূর্ণ। এই উক্তিটি চারটি বিষয় স্পষ্ট করে। বিষয়গুলির একটি হ'ল রাজনৈতিক দলের উদ্ভব বেশী দিনের নয়। দ্বিতীয়টি হ'ল এখনও রাজনৈতিক ক্রিয়ার বৈধ মাধ্যম হিসেবে রাজনৈতিক দল সর্বত্র স্বীকৃত নয়। তৃতীয়টি হ'ল, রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা এবং তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাষ্ট্রনীতিবিদগণ একমত পোষণ করেন না। আর চতুর্থ বিষয়টি হ'ল রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কের নিরিখেই রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করা যায়।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই রাজনৈতিক দল আছে এবং প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক দল কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি করে থাকে। এইসব কার্যাদির মধ্যে আছে রাজনৈতিক সংবাদ সরবরাহ করা, জনমত গঠনে সাহায্য করা, জনসাধারণ ও তাঁদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা কিংবা সরকারী উচ্চপদে প্রার্থী সরবরাহ করা। বস্তুতপক্ষে, এইসব কার্যাদির মধ্য দিয়েই জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ নেয়।

১৫.২ সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং তাঁরা নানাভাবে তাঁদের ধারণাকে উপস্থিাপিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে মতবাদ বা মতাদর্শের বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। একটি উদাহরণ প্রসঙ্গটিকে সহজবোধ্য করতে পারে। উদার তাত্ত্বিকেরা রাজনৈতিক দল বলতে বোঝাতেন একটি নিদিষ্ট মতাদর্শ বা মতবাদকে আশ্রয় করে সংগঠিত গোষ্ঠী। বিগত ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উদারনৈতিক তাত্ত্বিক বেঞ্জামিন কন্স্ট্যান্ট (Benjamin Constant) রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, বহুদিন অবধি সেটি ছিল স্বীকৃত সংজ্ঞা। কন্স্ট্যান্ট-এর ভাষায় ঃ "একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করে এমন কিছু লোকের সমষ্টিকে রাজনৈতিক দল" বলা যায়। অনেকটা কাছাকাছি আর একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদ ডিস্রেলি (Disraeli) যখন তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দল হ'ল সংগঠিত মতামত'।

মার্ক্সীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাতেও মতাদর্শের প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। মার্ক্সীয় সংজ্ঞানুসারে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশের স্বার্থ রূপায়ণের জন্য সংগঠিত শক্তিই হ'ল রাজনৈতিক দল। এই উক্তির অর্থ রাজনৈতিক দল মানেই কোনও একটি শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশের স্বার্থের প্রতিভূ। এই স্বার্থের প্রকাশ ঘটে নির্দিষ্ট মতাদর্শের মধ্যে। সব রাজনৈতিক দলই কোন একটি স্বার্থকে রূপায়িত করার জন্য নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়। যেমন, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন দলগুলি যে মতাদর্শ। তাদের লক্ষ্য হয় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণী বা তার কোনও অংশের স্বার্থকে বাস্তবায়িত করা। অনুরূপ কমিউনিস্ট দলের মতাদর্শ হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারই হ'ল কমিউনিস্ট দলের লক্ষ্য।

অবশ্য অধুনা একশ্রেণীর পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক দলের আলোচনা মতাদর্শের প্রশ্নটিকে বাদ দিয়েছে। এঁরা রাজনৈতিক দলের যে সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেন তা মূলত কার্যভিত্তিক (functional)। যেমন ফ্রেড রিগস (Fred Riggs) রাজনৈতিক দল বলতে বোঝান 'যে কোনও সংগঠন—যা আইনসভায় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী

দেয়।' আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার আপাত উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অধিকাংশের মতে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সংগঠিত শক্তিই রাজনৈতিক দল। বস্তুত, ক্ষমতা দখলের এই লক্ষ্যই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক দলের স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। যোশেফ শুমপিটার (Joseph Schumpeter) বলেন 'প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রথম ও প্রধান লজ্জা অন্যদের পরাস্ত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং আসীন থাকা।' অ্যালান বল (Allan Ball)-এর মতে, এই লক্ষ্যই অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক দলকে স্বতন্ত্র করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মাইরন ভাইনার (Myron Weiner) ও যোসেফ লা পালোম্বারা (Joseph la Palombara) রাজনৈতিক দল বলতে গিয়ে বলেন, সেই সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলা হয়—যার বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা থাকে যা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এবং একা বা অন্যান্য সংগঠনের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করতে এবং ক্ষমতাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। প্রায় একই দৃষ্টিকোণ থেকে আরও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন উইলিয়াম এন. চেম্বারস্ (William N. Chambers)। তাঁর মতে ঃ "আধুনিক ধারণায় রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় অপেক্ষাকৃত এক স্থায়ী সামাজিক সংগঠনকে যা সরকারের ক্ষমতায় কেন্দ্রগুলিকে দখল করতে চায় এবং যার একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে, যে কাঠামোটি সরকারী ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত নেতাদের সঙ্গে সমর্থকদের এবং তাদের স্থানীয় ঘাঁটিগুলির সংযোগ রক্ষা করে এবং গোষ্ঠীস্বার্থকে বা অন্তত ঐক্যবদ্ধ আনুগত্যের জন্য কোন একটি প্রতীককে তুলে ধরে।" (A political party in the modern sense, may be thought of as a relatively durable social formation which seeks offices of powers in government, exhibits a structure of organisation which links leaders at the centre of government to a sginificant popular following in the political arena and its local enclaves and generates in group, perspectives or at least symbols of identification of loyalty).

উপরিউক্ত আধুনিক সংজ্ঞাগুলির প্রধান ত্রুটি হ'ল এগুলির প্রায় প্রত্যেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে রাজনৈতিক দলের মূল্য লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, লক্ষ্য নয়, ক্ষমতা নিছক লক্ষ্যপূরণের উপায় মাত্র। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলকে নিছক একটি সংগঠিত গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা হ'লেও সংগঠন হিসেবে তার ভিত্তির আয়োজন অস্বীকার করা যায় না। আর এই ভিত্তি বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট আদর্শ, মতবাদ উদ্দেশ্য বা কর্মসূচীকে। তৃতীয়ত, উদার গণতন্ত্রে বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইলেও রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় অন্যভাবে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা যায় না। কাজেই বাস্তবে রাজনৈতিক দল বলতে বোঝায় কোনও একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক আদর্শ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠী—যার লক্ষ্য নির্বাচন বা অন্য উপায়ে জনসমর্থনের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং ঐ ক্ষমতাকে দখল রেখে তার আদর্শ বা মতাদর্শকে বাস্তবায়িত করা।

১৫.২.১ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা থেকে এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং সেগুলির সাহায্যেই রাজনৈতিক দলকে অন্যান্য সব গোষ্ঠী বা সংঘ থেকে স্বতন্ত্র করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(১) সব রাজনৈতিক দলেরই সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ বা নির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকে। এরই ভিত্তিতে সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়।

(২) সব রাজনৈতিক দলেরই আশু লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং ক্ষমতাকে ধরে রাখা, নির্বাচনের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে।

(৩) রাজনৈতিক দল বলতে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী গোষ্ঠীকে বোঝায়। সাময়িকভাবে কোনও একটি লক্ষ্য পূরণের জন্য কিছু লোক গোষ্ঠীবদ্ধ হ'লে, তাকে রাজনৈতিক দল বলা যায় না।

(৪) অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংগঠন হিসেবে প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই কর্মসূচী থাকে, থাকে নেতৃত্ব, সদস্য ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কেন্দ্র। তাছাড়া সংগঠনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

(৫) প্রতিটি রাজনৈতিক দল বিশেষ একটি মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণসাধনই তার প্রধান উদ্দেশ্যেরূপে বিবেচিত হয়। তাই উদ্দেশ্য সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হ'লে তাকে রাজনৈতিক দল বলা যায় না।

(৬) পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিবিদ এস. নিউম্যান (S. Neumann) মনে করেন, রাজনৈতিক দলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল সব দলই মূলত একটি যৌথ সংগঠন এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর জন্য অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা হয়।

অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে চেষ্টা করতে হয়। সম্ভবত সেজন্য বৈপ্লবিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী যেসব দলকে আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যার একটি হল পরোক্ষ ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংবিধানসম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে ওঠে। ফলে বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবলম্বন কোনও কোনও দলের কাছে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মতাদর্শের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের সুদৃঢ় সংগঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন।

১৫.৩ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজন করেছেন। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাজন করেছেন মরিস দুভার্জার (Maurice Duverger)। রাজনৈতিক দলের সংগঠনের কাঠামোর ভিত্তিতে দুভার্জার সব রাজনৈতিক দলকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—ক্যাডারভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল। এই বিভাজনের মূল ভিত্তি হ'ল নেতৃত্বের প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করার পদ্ধতি ক্যাডারভিত্তিক দলের বৈশিষ্ট্য হ'ল ঃ (১) অপেক্ষাকৃত কম সংহত সংগঠন, (২) একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও (৩) দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের সীমাবদ্ধ অংশগ্রহণ। অন্যদিকে গণভিত্তিক রাজনৈতিক দলের সদস্য সংখ্যা তুলনায় হয় অনেক বেশী ও বেশী সক্রিয়ও। দলের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়; সদস্যরাও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। দলের প্রতি তাদের আনুগত্যের পরিমাণও বেশী হয়। অবশ্য দুভার্জার ক্যাডারভিত্তিক দলকে আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যার একটি হ'ল পরোক্ষ ক্যাডারভিত্তিক দল যেখানে চর্চা বা শ্রমিক সংঘ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে

দলের সাথে যুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়টি হ'ল ঃ অনমনীয় ক্যাডারভিত্তিক দল যার প্রধান ভিত্তি হ'ল দলীয় শৃঙ্খলা এবং শেষেরটি হ'ল নমনীয় ক্যাডারভিত্তিক দল যেখানে শৃঙ্খলা কম গুরুত্ব পায়।

অন্যদিকে নিউম্যান সংগঠনের প্রকৃতি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করেছেন; যার একটি হ'ল ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বমূলক দল (Party of individual representation) এবং অন্যটি সংহতিমূলক দল (Party of integration)। প্রথমটির কাজ হ'ল নির্বাচনসংক্রান্ত অর্থাৎ নির্বাচকমণ্ডলীকে সংগঠিত করা। অন্যদিকে সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তি নির্বাচককে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করে সংহতিমূলক দল। অবশ্য এই দায়িত্ব পালন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হ'তে পারে, কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থার জন্যও হ'তে পারে।

আর একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ অটো কিরঘাইমার (Otto Kerchhiemer) এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক দলের কথা বলেন—যার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল অধিকাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা। এই ধরনের দলকে তিনি নাম দিয়েছেন 'ক্যাচ অল পার্টি'—এর সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল সদস্য সংখ্যা হয় গণভিত্তিক দলগুলির মত বিশাল কিন্তু পার্টি সংগঠন হয় ক্যাডারভিত্তিক দলের মত নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী মতাদর্শগত লক্ষ্যের পরিবর্তে সদস্যদের আশু স্বার্থপূরণের ওপর এই দল জোর দেয়।

প্রসঙ্গত এ-কথা মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক দলের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ কেবলমাত্র পার্টি সংগঠন, অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা সদস্যদের ওপর নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণাধীন, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের ভূমিকা ইত্যাদির ওপর জোর দেয়, আদর্শ লক্ষ্য বা মতাদর্শের মত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেয় না। অথচ আদর্শ, লক্ষ্য বা মতাদর্শের ভিত্তিতেও রাজনৈতিক দলগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। এক সময় ব্রিটেনের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি ছিল ঘোষিত রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পার্থক্যের ভিত্তিও আদর্শগত। এভাবে আদর্শ ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করলে রাজনৈতিক দলগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) রক্ষণশীল, (খ) উদারনৈতিক, (গ) সমাজতন্ত্রী এবং (ঘ) সাম্যবাদী। অবশ্য, এরা প্রত্যেকে বিশেষ ধরনের—যেমন, ইউরোপে রক্ষণশীল দল খ্রীষ্টধর্মভিত্তিক আবার এশিয়া ও আফ্রিকায় তা অনেক আধুনিক হ'লেও মূলত ধর্মভিত্তিক। তেমন, অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী দল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হ'লেও কখনও কখনও রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী দলেরও দেখা মেলে। সমাজতন্ত্রী দলও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনও কোনও আরব দেশে যে বাথা সমাজতন্ত্রী দল দেখা যায় তা যেমন সমাজতন্ত্রী দলের একটি রূপ ইউরোপের কোন কোনও দেশে বিদ্যমান খ্রীষ্টবাদী সমাজতন্ত্রীদলও তার এক অন্য রূপ।

১৫.৪ আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ অ্যালান বল বলেন ঃ রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা কঠিন। বাস্তবিকভাবেই উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া অসম্ভব। এমনকি, কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাও অনেকখানি রাজনৈতিক দলনির্ভর। রাজনৈতিক দলের এই গুরুত্বের কারণ তার কার্যাবলী। বল আলোচনা করে দেখান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল পাঁচটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে। এগুলি হ'ল ঃ প্রথমত, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করা ও স্থায়িত্ব দেওয়া; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের

স্বার্থকে সমষ্টিগত রূপ দেওয়া ; তৃতীয়ত, নির্বাচকমণ্ডলীকে শিক্ষিত ও সক্রিয় করে তোলা ; চতুর্থত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচন এবং পঞ্চমত, সমাজের সামনে আদর্শগত লক্ষ্য উপস্থিত করা। অন্যদিকে নিউম্যান তোলা; চতুর্থত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচন এবং পঞ্চমত, সমাজের সামনে আদর্শগত লক্ষ্য উপস্থিত করা। অন্যদিকে নিউম্যান রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন এগুলি হ'ল ঃ (১) বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক মতামতকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দেওয়া; (২) নাগরিকদের রাজনৈতিক সম্পর্কে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা; (৩) সরকার ও জনমতের যোগসূত্র স্থাপন করা এবং (৪) নেতৃত্ব অভিলাষী ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা। স্টীফেন ওয়াস্‌বিও মনে করেন, রাজনৈতিক দল মূলত প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অন্য আর যে দুটি কাজ করে তার করার কথা তার একটি হ'ল জনসাধারণকে রাজনীতিতে সক্রিয় করে তোলা এবং অন্যটি জনসাধারণকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মূল্য বিচার করতে শেখানো।

নিম্নলিখিতভাবে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী বর্ণনা করা যায় ঃ

প্রথমত, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করা হ'ল রাজনৈতিক দলের একটি প্রধান কাজ। রাষ্ট্রনীতিবিদ লর্ড ব্রাইস তাই বলেন, রাজনৈতিক দল অসংখ্য নির্বাচকের মতামতকে সুসংহত রূপ দেয়। রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রনীতিবিদ নিউম্যান সম্ভবত সেজন্য মতামত বা ধ্যান—ধারণার আদান-প্রদানের মাধ্যম নামে অভিহিত করেন।

দ্বিতীয়ত, যে কোনও সমাজে বিদ্যমান নানা ধরনের স্বার্থ এবং সেগুলিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অতীব এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার মধ্য দিয়ে এই সব স্বার্থের প্রকাশ ও সমন্বয় ঘটে। এ-কারণেই আইনসভাকে বলা হয় রাষ্ট্রের কর্মনীতি গ্রহণের 'ক্লিয়াবিং হাউস' এবং রাজনৈতিক দল হ'ল তার চালিকাশক্তি। বস্তুত, রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্থায়িত্ব দেয়। অ্যালমণ্ড ও পাওয়েল একে বলেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'স্বার্থ সমন্বয়ের' প্রক্রিয়া।

তৃতীয়ত, জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক দল। স্থানীয় থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজনৈতিক দল তার মতামত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে না হোক, অন্তত পরোক্ষভাবেও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে চায়।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের এবং জনমতের যোগসূত্র রচনা করে। বাস্তবিক গণতন্ত্রে এই যোগসূত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এর মাধ্যমে নেতৃত্ব যেমন সাধারণ মানুষের মনোভাব ও মতামত জানতে পারেন, তেমন তাদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করতে ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে সমর্থ হন।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে তার নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেও সরকারের পরিচালকরা দলের মাধ্যমেই নির্বাচিত হন। বংশপরম্পরায় নির্বাচিত শাসক নির্বাচিত শাসক নির্বাচনের তোয়াক্কা করেন না, তার জন্য তাদের পেছনে জনসমর্থনও থাকে না।

ষষ্ঠত, প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতি তাদের সদস্য ও সমর্থকদের আনুগত্যের এক বড় কারণ মতাদর্শ—

যার ভিত্তিতে দলগুলি সমাজের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচী উপস্থিত করে এবং ব্যাপকতম অংশের মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

সপ্তমত, সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল। কারণ, এই ব্যবস্থায় সংসদ বা আইনসভায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চা সরকার গঠন করে এবং তারপর সেই সরকারের সাথে আইনসভার যোগসূত্রের একমাত্র মাধ্যম দল। আবার রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন ও আইন বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক না থাকলেও রাষ্ট্রপতি যে দলের সদস্য, ঘটনাক্রমে আইনসভায় সেই দলের আধিপত্য থাকলে উভয়ের মধ্যে পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলটি।

অষ্টমত, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেজন্য, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজ নিজ মতাদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে। নির্বাচিত হ'লে সরকার গঠন করা রাজনৈতিক দলের কাজ। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে তার কাজ হয় আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এবং

সবশেষে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থকে দাবীতে রূপায়িত করা (interest articulation) ও বিভিন্ন স্বার্থকে সমষ্টিগতরূপে প্রবাহিত করা (interest aggregation) খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া স্বার্থকে দাবীতে রূপায়ণের কাজ প্রধানত স্বার্থগোষ্ঠীগুলি করে। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় ও সমষ্টিকরণ ঘটে রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে। আধুনিক আচরণবাদী ব্যবস্থা-বিশ্লেষণপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, এভাবেই রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের চাহিদা বা দাবীর সংযোগসাধন করে।

১৫.৫ আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ও গুরুত্ব

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক, যার প্রধান ভিত্তি হ'ল রাজনৈতিক দল। বস্তুত স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে সমষ্টিবদ্ধ করে রাজনৈতিক দল। নির্বাচনের আসরে যোগ্য ব্যক্তির মনোনয়ন, কর্মসূচী এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচার মানুষের নির্বাচন করার কাজটা সহজ করে দেয়। তাছাড়া, নির্বাচিত হ'তে ইচ্ছুক অনেক যোগ্য ব্যক্তির পক্ষেও নির্বাচনের জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি ও সাংগঠনিক শক্তি থাকা উচিত তা সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক দল এই ঘাটতিটুকু পূরণ করে।

দ্বিতীয়ত, কেবল নির্বাচন নয়, নির্বাচন উত্তরকালে সরকার গঠন ও স্থায়িত্ব রক্ষার প্রশ্নেও রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাস্তবিক, সরকার গড়ে তোলার পাশাপাশি তাকে স্থায়ী করার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলিকে রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়। তদুপরি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা অপরিহার্য। নানা ধরনের মত ও দল (মোর্চা সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য) এর মধ্যে সমন্বয় আনার কাজটা রাজনৈতিক দলকেই করতে হয়।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বের আর একটি কারণ হ'ল গণতন্ত্রের আদর্শের রূপায়ণ রাজনৈতিক দল ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন গণতন্ত্র মানেই জনমতের শাসন—আর সুগঠিত জনমত গড়ে তোলার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে প্রধান। রাষ্ট্রনীতিবিদ লোয়েল (Lowell) তাই বলেন, জনমতকে দৃষ্টিগোচর করা রাজনৈতিক দলের মূল কাজ এবং রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের আসল কারণ (Their essential

function and the true reson for their existence, is bringing public opinion to a focus and framing issues for a public verdict.)

চতুর্থত, গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত যেমন জনমতের প্রাধান্য, তেমনি অন্য একটি প্রধান শর্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত, সক্রিয়া নাগরিক। এর জন্য শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন বিকল্প কর্মসূচী মানুষের কাছে উপস্থিত করে এবং সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে।

পঞ্চমত, গণতন্ত্রের আর একটি মূল নীতি হ'ল শাসনব্যবস্থার ওপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ। আর এই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে রাজনৈতিক দল এক বড় ভূমিকা নেয়। যেমন, দল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নির্বাচন করে এবং পাশাপাশি নেতৃত্বের সঙ্গে দলের সদস্য-সমর্থকদের সম্পর্ক দলের মাধ্যমেই বজায় থাকে। তাছাড়া বিরোধী দলও শাসন কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, আধুনিক গণতন্ত্রে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যসাধনের বন্দোবস্ত রাজনৈতিক দল ছাড়া চল, অন্যদিকে তেমন, গণতন্ত্রের নীতি ও আদর্শের রূপায়ণের জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। ম্যাকাইভার এর ভাষায় বলা যায় ঃ রাজনৈতিক দল না থাকলে ঐক্যবদ্ধ কর্মনীতির ঘোষণা বা কর্মসূচীর সুশৃঙ্খলা বিবর্তন সম্ভব হয় না এবং নিয়মিত সংসদীয় নির্বাচনের সাংবিধানিক পদ্ধতির প্রয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১৫.৬ দলব্যবস্থা

রাজনৈতিক দলগুলির কাঠামো এবং সেগুলির নির্ধারকসমূহ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী অনুধাবনের এক প্রস্থ সহায়কের ভূমিকা নেয়। বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই কাজ করে এবং স্বাভাবিকভাবে তাই ব্যক্তি আচরণের ওপর সংশ্লিষ্ট এই ব্যবস্থা প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত ও নির্দিষ্ট মতাদর্শনির্ভর শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চিতভাবেই স্বতন্ত্র আচরণ করে। যেমন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লেবার পার্টি ও লিবারেল পার্টি কখনই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একই মনোভাব পোষণ করে না। সম্ভবত, এ কারণে অ্যালান বল সতর্ক করে দিয়ে এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দলগুলির সংখ্যাকে মাপকাঠি করে রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীবিন্যাস সঙ্গত নয়। একই সংখ্যক বড় রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও দু'টি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। তাই আমরা যখন একদলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রচনার চেষ্টা করি, তখন আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে এক এক গুচ্ছের মধ্যে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করি। আর এভাবেই আমরা ব্রিটিশ ও আমেরিকার দলব্যবস্থাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, ইতালি ও সুইডিশ ব্যবস্থাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং চীন ও তানজানিয়ার দলব্যবস্থাকে একদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করি—অথচ, এইভাবে শ্রেণীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলব্যবস্থাগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

দলব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় অ্যালান বল আর একটি সমস্যার কথা বলেন। তাঁর কথায় পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা এবং নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের পরিমাণও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায়

দলগুলির ক্ষমতা ও প্রভাবের পরিমাপ করতে অসমর্থ। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার যে, দলব্যবস্থা মূলত নমনীয় প্রকৃতির ও পরিবর্তনশীল। তাছাড়া ব্রিটিশ দলব্যবস্থাকে একটি আদর্শস্থানীয় দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রতীক ধরা হ'লেও সেখানকার লিবারেল পার্টি সেদিন পর্যন্ত এক বড় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হ'ত।

১৫.৭ দলব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানাভাবে দলব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। অ্যালান বল অবশ্য এর সাথে সত্যতা ও তথ্যমূলক-এর মত শর্তগুলি জুড়ে দিয়েছেন, এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনার সার্থকতা নিরূপণের জন্য। বল-কথিত শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাটি হ'ল এরূপ ঃ ১। অস্পষ্ট বা ইনডিসটিংক্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র); ২। সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (যেমন ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া বা পূর্বতন পশ্চিম জার্মানী), ৩। কার্যরত, বা ওয়ার্কিং বহুদলীয় ব্যবস্থা (যেমন, নরওয়ে, সুইডেন); ৪। অব্যবস্থা বা আনস্টেবল বহুদলীয় ব্যবস্থা; ৫। প্রভুত্বকারী বা ডমিন্যান্ট দলীয় ব্যবস্থা (যেমন, ভারত, মালয়েশিয়া); ৬। একদলীয় বা ওয়ান পার্টি ব্যবস্থা (যেমন, স্পেন, মিশর) এবং ৭। সর্বাত্মক বা টোটালিট্যারিয়ান একদলীয় ব্যবস্থা (যেমন, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা নাৎসী জার্মানী ইত্যাদি)।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সংখ্যা বিচার করলে, যে কোনও শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থার মতই কতকগুলি অস্পষ্টতার মুখোমুখি হ'তে হয়। যেমন, প্রতিযোগিতামূলক ও অপ্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যের রেখা টানতে গিয়ে কারও কাছে একদলীয় ব্যবস্থা ব্যতিক্রমী প্রকৃতির মনে হ'তে পারে। যেমন, তানজানিয়ার দলব্যবস্থা একদলীয় সর্বাত্মক হ'লেও তার বহুধা প্রকৃতি (high degree of pluralism) দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে হার মানায়। অ্যালান বল অবশ্য মনে করেন, ইউরোপীয় মডেলগুলি শ্রেষ্ঠতর হ'লেও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গড়ে ওঠা দলব্যবস্থাগুলির ওপর তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য এবং কেবলমাত্র আধুনিকীকরণের মাত্রা দিয়ে এইসব তারতম্য বিচার করা যায় না; বরং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানগুলি এক্ষেত্রে বিচার্য হতে পারে।

আবার অনেক দেশের দলব্যবস্থাবিহীন কাঠামো গুপ্ত দলব্যবস্থার কাঠামোকে গোপন করতে চায়, যেমন গ্রীস, কিংবা সংঘবদ্ধ দলব্যবস্থায় অনুপস্থিতিকে প্রকট করে, যেমন থাইল্যান্ড। আবার অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনও দলব্যবস্থা পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক কাঠামোকেও প্রতিফলিত করে—যেমন, একদলীয় শাসনব্যবস্থা অনেক সময় প্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থার ফলশ্রুতি হয়ে ওঠে; কখনও বা ত্রিদলীয় দলব্যবস্থাকে একসময় দ্বিদলীয় দলব্যবস্থার পূর্বসূরী হয়। পাশাপাশি, কোনও কোনও দলব্যবস্থা ইতিহাসসমৃদ্ধ প্যাটার্ণগুলি দ্রুত মেনে নেওয়ার পারদর্শিতা দেখায়, যার সব থেকে বড় উদাহরণ হ'ল আইরিশ দলগুলি, যাদের ভিত্তি ছিল ১৯২১ সালের চুক্তি। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও, এ-কথা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় না, দলব্যবস্থাগুলির পরিবর্তনের প্রশ্নে উল্লিখিত প্যাটার্ণগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হবে।

অস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সর্বপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হল ঃ কোনও গণতান্ত্রিক দলের অনুপস্থিতি, দলীয় মতাদর্শের ওপর কম নির্ভরতা, সাংগঠনিক স্তরবিন্যাসের অস্বীকৃতি এবং নির্বাচনী সাফল্য সংক্রান্ত কার্যাবলীর ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান (The characteristics of the indistinct two party systems are the

absence of mass parties, less emphasis on party indeology, lack of a hierarchical structure and a concentration on vote winning functions.) এই ব্যবস্থা, সর্বোপরি, বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) এবং ব্যক্তিক সাফল্যনির্ভর। অবশ্য আয়ারল্যান্ড ও কানাডার মত দেশে ছোট ছোট সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলির আধিক্য দেখা যায়, তথাপি জাতীয় স্তরে প্রভাবশালী রক্ষণশীল বা উদারদলগুলির সুরক্ষিত অবস্থানকে (entrenched position) চ্যালেঞ্জ জানানোর মত সক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় দলগুলি অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত—এমনকি, পূর্বতন পশ্চিম জার্মানী কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। এখানে দলগুলি অনেক বেশী শ্রেণী ও ধর্মীয় বিশ্বাসনির্ভর এবং দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলগুলির সঙ্গে সতত যুধ্যমান যা নির্বাচনী যুদ্ধে অনেকখানি মতাদর্শগত প্রশ্নটিকে বাস্তব করে তোলে। সংখ্যালঘু দলগুলির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা কখনই সংসদীয় ব্যবস্থার সার্বিক কার্যধারায় তেমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না।

তৃতীয়ত, কার্যরত বহু দলব্যবস্থা বলতে বোঝায় সেইসব দল ব্যবস্থা যেখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাটি প্রায় সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মত হয়ে ওঠে, অন্তত সরকারের স্থায়িত্বের মত প্রশ্নগুলিতে। যেমন, সুইডেন ও নরওয়েতে বিভিন্ন সামাজিক-গণতান্ত্রিক দলগুলির (Social democraticparties) পাশাপাশি বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দল, যেমন উদারপন্থী, রক্ষণশীল বা ক্রিশ্চিয়ান দলগুলি থাকলেও সংসদে কার্যকরী সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নে সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলি নিশ্চিতভাবেই প্রাধান্য পায়।

চতুর্থত, অব্যবস্থা বা আনস্টেবল বহুদলীয় ব্যবস্থার মূল কথাই হল সরকারের স্থায়িত্বহীনতা। এই ব্যবস্থায় সরকার গড়ে ওঠে মূলত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোর্চার ভিত্তিতে। এই ধরনের সরকারের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ ইতালীয় দলব্যবস্থা। অন্তত আটটি দল সেখানে সংসদে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে, অথচ কোনও দলের পক্ষেই এককভাবে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চমত, প্রভুত্বকারী বা ডমিন্যান্ট দলব্যবস্থায় একাধিক দলের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি দলই হয়ে ওঠে প্রাধান্য প্রভুত্বকারী। তুলনায় অন্যান্য রাজনৈতিক দল হয় নিষ্প্রভ। বহু দলব্যবস্থায় একাধিক দলের আঁতাতের মধ্যে দিয়েও প্রভুত্বকালী দলব্যবস্থা দেখা দিতে পারে। ভারতে স্বাধীনোত্তরকালে দীর্ঘদিন ধরে যে দলব্যবস্থা ছিল তাকে প্রভুত্বকারী দলব্যবস্থা বলা যায়; সেখানে বহু দল থাকলেও কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ছিল সুস্পষ্ট।

ষষ্ঠত, একদলীয় বা ওয়ান পার্টি ব্যবস্থা, যার সুস্পষ্ট চিহ্নিতকরণ এক কথায় কষ্টসাধ্য। বিপ্লবী এলিট নিয়ন্ত্রিত মিশরের সোস্যালিস্ট ইউনিয়ন (যেখানে সাবেকী মিশরীয় এলিটদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে প্রতিহত করার চেষ্টা হয়) সেখান থেকে শুরু করে তানজানিয়ার আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন দল (যার মূলত ভিত্তি হ'ল উপদলীয় কোন্দল) পর্যন্ত এই ধরনের দলীয় ব্যবস্থার সবথেকে বড় উদাহরণ। ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন স্পেনের ফ্যালানজে (Falange) দলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের দলব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যায়, যদিও অধুনা এই দলের প্রভাব অস্তমিত।

সপ্তমত, সর্বাত্মক বা টোটালিটিরিয়ান দলব্যবস্থার সাথে একদলীয় ব্যবস্থার মূল পার্থক্য হ'ল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যসূচীর ওপর নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে প্রভুত্বকারী মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক

এলিট নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রভুত্বকারী দলটির নিয়ন্ত্রণের মাত্রা।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনৈতিক দলব্যবস্থার নির্ধারক ও তার পরিবর্তনের কারণগুলি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির এবং বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। আপাত অর্থে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কিংবা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কটকে সর্বাত্মক ও একদলীয় ব্যবস্থার উৎস হিসেবে ধরা হয় —আবার নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ অথবা পরিবর্তিত রাজনৈতিক মনোভাব অন্য ধরনের ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানাতে পারে (Revolutionary situations and political crises are factors in the origins of totalitarian and single party systems ; new social and political pressures and changing political attitudes may produce new demands)। তাই ব্রিটেনে লিবারেল পার্টিকে শেষ পর্যন্ত লেবার পার্টির কাছে একরকম আত্মসমর্পণ করতে হয় বিংশ শতাব্দীর যুথবদ্ধ রাজনৈতিক দাবী পূরণ করার অক্ষমতার কারণে। আবার একথাও সত্য যে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনেক সময় দলব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ না-ও করতে পারে—যার সবথেকে ভালো উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে শিল্পায়ন ও সামাজিক কাঠামোর নাটকীয় সমৃদ্ধি ঊনবিংশ শতাব্দীর দলব্যবস্থায় তেমন কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আনে নি (....the process of historical change may not always lead to alterations in the party system ; the party system of the United States has not significantly changed during the dramatic growth and industrialisation of the country and the parties still effect the early nineteenth century characteristics.)।

১৫.৮ অনুশীলনী

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

(২) বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন।

(৩) আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রাজনৈতিক দলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(২) মরিস দুভার্জার কীভাবে রাজনৈতিক দলকে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন?

(৩) অ্যালান বলকে অনুসরণ করে দলব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করুন।

(৪) প্রভুত্বকারী দলব্যবস্থা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(৫) রাজনৈতিক দলব্যবস্থার নির্ধারকগুলি কী সতত চূড়ান্ত? আপনার মন্তব্য লিখুন।

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন

(১) রাজনৈতিক উপদল বলতে কি বোঝায়?

(২) দলব্যবস্থা কাকে বলে?

(৩) দলব্যবস্থা কত রকম হয়?

(৪) বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে?

(৫) একদলীয় ব্যবস্থা ও সর্বাত্মক একদলীয় ব্যবস্থা কি এক ধরনের?

১৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Almond, G. A. & Powell G.B. (Jr.) : Comparative Politics - A Development Approach, 1975.

(২) Ball, R. Alan : Modern Politics and Government, 1973.

(৩) Blondel, J. : Comparative Government—A Reader, 1985.

(৪) Duverger, M. : Political Parties, 1979.

(৫) চক্রবর্তী. হিমাচল ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১৯৯৫।

একক ১৬ ❐ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য

১৬.১ প্রস্তাবনা— রাষ্ট্রতত্ত্বে গোষ্ঠীবাদ

১৬.২ স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

১৬.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

১৬.৪ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও ভূমিকা

১৬.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্য-পরিচালনার স্তর

১৬.৬ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্য-পদ্ধতির নির্ধারকসমূহ

১৬.৭ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক

১৬.৮ অনুশীলনী

১৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- স্বার্থন্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে ও তাদের শ্রেণিবিভাগ;
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যধারা ও
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক।

১৬.১ প্রস্তাবনা—রাষ্ট্রতত্ত্বে গোষ্ঠীবাদ

আধুনিক রাষ্ট্রের প্রক্রিয়া প্রকরণ (Political process) আলোচনায় পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি সুসঙ্গত ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন না। তাঁদের বিচার বিশ্লেষণে রাষ্ট্র সমাজেরই অঙ্গীভূত একটি প্রতিষ্ঠান এবং একে অপরের ওপর নিয়ত ক্রিয়াশীল। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে তাঁরা গোটা সমাজকে টেনে না এনে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন সক্রিয় নানা গোষ্ঠীকে। আসলে, পুরসমাজ (Civil society) ব্যাপারটাই একালে নানা সংঘ-সমিতি তথা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে—যার সঙ্গে তুলনা করা যায় মোজাইক করা ঘরের মেঝের। শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রসারের ফলে এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে সচলতা ও সচেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে গোষ্ঠীগুলি ক্রমশই বেশি মাত্রায় সংগঠিত রূপ নিতে চলেছে। গণতন্ত্রে

সরকরার গড়ে ওঠে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং স্বভাবতই স্বীকার করে নেয় নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্বশীলতা। ফলে, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রয়েছে সেটি সবিশেষ অনুধাবন করতে হলে বিশেষ প্রয়োজন আলাদা আলাদাভাবে সেইসব জনমণ্ডলীর উদ্ভব ও ভূমিক বিশ্লেষণ—যেগুলির সঙ্গে সরকারের নিয়মিত আদান-প্রাদন চলে।

রাষ্ট্রিক প্রক্রিয়ার এই বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভুত হয়েছে যে তত্ত্ব সাধারণভাবে তা গোষ্ঠীতত্ত্ব (Group theory) নামে চিহ্নিত। এই তত্ত্বে আলাদাভাবে ব্যক্তি কিংবা সামগ্রিকভাবে সমাজকে বড় করে দেখানো হয় না। এক অর্থে বলা চলে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা (pluralist approach) থেকে প্রসারিত হয়েছে এই গোষ্ঠীতত্ত্ব। ফিগিস, মেইটল্যান্ড, ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদগণের লেখায় কিছু আভাস থাকলেও এর প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্থার বেন্ট্‌লী (Arthur Bentley : 1906) ডেভিজ ট্রুমান (David Truman : 1964), রয় ম্যাক্রাইডিস (Roy Macridis : 1964) এবং গ্যাব্রিয়েল আমন্ড (Gabriel Almond)। সংক্ষেপে এই তাত্ত্বিকগণ বলতে চাইছেন, আধুনিক সমাজে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে একপ্রকারের ভারসাম্য রচনার দায়িত্ব নিতে পারে সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীসমূহ। তাদের সাধারণ স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি নিয়ে তারা একত্র হতে পারে এবং রাষ্ট্রকে অভিপ্রেত নীতি নির্ধারণে প্রভাবিত করতে পারে। এমনই অসংখ্য গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে সরকারের ভূমিকাটি কখনও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের কখনও সক্রিয় হস্তক্ষেপের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এই এককটিতে আলোচ্য বস্তু হিসেবে তুলে ধরা হবে স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী এই দুই প্রকারের গোষ্ঠীর আচরণ ও কার্যাবলী।

১৬.২ স্বার্থান্বেষী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা

আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্টীগুলি (interest groups and pressure groups) প্রায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সবার স্বার্থ এক, এরকম কিছু ব্যক্তি যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং তাদের গোষ্ঠী হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচয় এবং জনমত ও সরকারের ওপর প্রভাব থাকে, তাহলে সেই গোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী বা স্বার্থবাহী বা কেবল স্বার্থগোষ্ঠী বলা হয়। অ্যালান বল-এর ভাষায় ঃ যেসব গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বৈষায়িক অবস্থার মিল থাকে, সবাই একই পেশায় নিযুক্ত—যেমন, সবাই কৃষক ব্যবসায়ী বা মিস্তির এবং একই মনোভাবাপন্ন হয়, সেসব গোষ্ঠীকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলা হয় (Interest groups...can be defined as those groups in which the shared attitudes of the members result from common objective characteristics)। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে বোঝান ঃ যাদের সদস্যরা একই স্বার্থ ও সুবিধার বন্ধনে গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং সবাই ঐ সব ও সুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকে (By interest group we mean a group of individuals who are linked by particular bonds of concern or advantage and who have some awareness of these bonds)।

স্বার্থান্বেষী ছাড়াও আর এক ধরনের গোষ্ঠী আধুনিক সমাজে দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এইসব গোষ্ঠীকে সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী (Attitude group) আখ্যা দেন। সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী একই মনোভাবের অংশীদার হলেও সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থা বা সামাজিক

অবস্থানের প্রশ্নে মিল থাকে না। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরের কিছু ব্যক্তি যেমন কোনও একটি বিষয়ে মূলত একমনোভাবাপন্ন হয়ে গোষ্ঠী গঠন করে, তখন সেই গোষ্ঠীকে বলা হয় সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী।

অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা Pressuro Group বলতে উভয় ধরনের গোষ্ঠীকেই বোঝায়। কোনও একটি স্বার্থান্বেষী বা সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী সরকার বা শাসন ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে এবং চাপ দিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসতে সমর্থ হলে সেই গোষ্ঠীকে বলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। সরকার বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রভাবিত করার ক্ষমতাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ওপর চাপসৃষ্টি বা দাবি উত্থাপনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest articulation)। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠী তার স্বার্থ গ্রন্থিকরণ করে এবং বলা বাহুল্য যেসব গোষ্ঠীর এই স্বার্থ গ্রন্থিকরণের ক্ষমতা আছে, সেগুলিই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। অবশ্য, প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি আইন বা সংবিধান স্বীকৃত নয়, আর সে কারণেই এইসব গোষ্ঠীকে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো বা Informal structure বলা হয়।

১৬.৩ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

সাংগঠনিক ও প্রকৃতিগত বিচারে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। অ্যালমন্ড ও পাওয়েল আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। এই বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে তাঁরা দু'টি বিষয়কে নির্বাচিত করেছেন : এর একটি হ'ল গোষ্ঠীর স্বার্থ গ্রন্থিকরণের ধরন এবং অন্যটি স্বার্থ গ্রন্থিকরণের পদ্ধতি। যে চার ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কথা তাঁরা বলেছেন, সেগুলি হ'ল প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Spontaneous Interest Group. দ্বিতীয়ত, অসঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Non-associational Interest Group, তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Institutional Interest Group, ও চতুর্থত, সঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা Associational Interest Group । সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে এভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

প্রথমত, স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ সাধারণভাবে এই সব গোষ্ঠী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে এবং এগুলির আত্মপ্রকাশ

অনেকটা ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের আচরণের মত। তবে স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠীগুলি হ'ল মূলত অসংগঠিত ও সাময়িক এবং স্বার্থ গ্রন্থিকরণের পদ্ধতি হয়ে প্রচলিত রীতি-বহির্ভূত। দাঙ্গা, মিছিল, অবরোধ, রাজনৈতিক হত্যা এ রকমই কয়েকটি উদাহরণ। অনেকের ধারণা সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি দাবি আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, অসঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ আত্মীয় সম্পর্ক, জ্ঞাতি, অঞ্চল, বংশ, মর্যাদা বা শ্রেণীকে ভিত্তি করে স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী গড়ে উঠলে তাকে এই পর্যায়ে অন্তভুক্তি করা হয়। তবে এই সব গোষ্ঠী মাঝে

মধ্যে সক্রিয় হয় এবং এই সক্রিয়তার কোনও ধারাবাহিকতা থাকে না। তাছাড়া সাংগঠনিক কাঠামোর অনুপস্থিতিও এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত, এসব কারণে শেষপর্যন্ত অসঙ্ঘমূলক গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ উদার রাজনৈতিক কাঠামোর রাজনৈতিক দল, আইনসভা, সামায়িক বাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে এই সব গোষ্ঠীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে ; যেমন এগুলি হয় সুসংগঠিত এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সৃষ্ট। তাছাড়া গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক ভূমিকা থাকে। উপরন্তু, এই ধরনের গোষ্ঠী সমাজে ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবশালী হয়। সর্বোপরি, গোষ্ঠীগুলি স্থায়ী প্রকৃতির হয়ে থাকে। সরকারী কর্মচারী বা আমলাতন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপদল বা চক্র, সামরিক বাহিনীর মধ্যে না ধরনের চক্র ইত্যাদি হ'ল এইসব গোষ্ঠীর উদাহবণ এবং চতুর্থত, সঙ্ঘমূলক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ঃ সঙ্ঘমূলক গোষ্ঠী স্বার্থ গ্রন্থিকরণের বিশেষ ধরনের কাঠামো যাকে আবার বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়; কারণ মূলত, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে এই ধরনের স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তিনটি বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ঃ (১) এই গোষ্ঠী নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে; (২) এই ধরনের গোষ্ঠীর সর্বক্ষণের জন্য পেশাদার কর্মী থাকে এবং (৩) এইসব কর্মী কেবল সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে সুসংহতভাবে দাবি-দাওয়া পেশ করে। বলা বাহুল্য, আধুনিক উন্নত সমাজে সঙ্ঘমূলক গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব গোষ্ঠীর সুবিধা হ'ল, এদের সাংগঠনিক ভিত্তি অন্যান্য উন্নত সমাজে সঙ্গামূলক গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব গোষ্ঠীর সুবিধা হ'ল, এদের সাংগঠনিক ভিত্তি অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে সুদৃঢ় হয় এবং এদের লক্ষ্য ও কর্মকৌশল প্রায় সময় সমাজে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়। সর্বোপরি এদের কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক হয় বলে এরা অন্য স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর স্বার্থও সিদ্ধ করে (Comparative Politics)

১৬.৪ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও ভূমিকা

আর্থার বেন্টলি (Arthur Bentley) ১৯০৮ সালে প্রকাশিত The Process of Government গ্রন্থে প্রথম গোষ্ঠীর ভূমিকার কথা বললেও, প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগতে তা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। উদার গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে গোষ্ঠীবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তার মধ্যে অন্তত তিনটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হয়। এর প্রথমটি হ'ল পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বহু রাজনৈতিক সংঘাতের পরিণতি নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয়ত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি থাকার ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ অনেক ব্যাপ্ত হয়। এবং তৃতীয়টি হ'ল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর জন্য ক্ষমতার বন্টন আরও ব্যাপক হয়।

উদার গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উপরিউক্ত ভূমিকা যেসব ভূমিকা কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে প্রথান হ'ল গোষ্ঠীস্বার্থের প্রতিফলন। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকেন, তাঁরা যাতে গোষ্ঠীস্বার্থের দাবি পূরণ করেন তার জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদেরকে প্রভাবিত

করার চেষ্টা করে। বস্তুত, গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্বার্থকে সূত্রবদ্ধ করে দাবি আকারে সিদ্ধান্তকারীদের নজরে আনা এবং চাপ দিয়ে সেগুলি পূরণের ব্যবস্থা করাই চাপসৃষ্টকারী গোষ্ঠীর প্রধান কাজ। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একে স্বার্থ গ্রন্থিকরণ ও স্বার্থ আদায় বলে অভিহিত করে থাকেন।

স্বার্থ গ্রন্থিকরণ করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী শুধু গোষ্ঠী-স্বার্থই নয়, সামগ্রিক স্বার্থকেও প্রাসঙ্গিক করে তোলে এবং তা পূরণের উদ্যোগ নেয়। আর, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী জনমত গঠনের চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংযোগসাধনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই একদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং অন্যদিকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংযোগসধন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর এখ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে।

সরকারকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধরণের ক্ষেত্রেও দলভুক্ত বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সক্রিয় ভূমিকা নেয়। এইসব ভূমিকার মধ্যে আছে রাজনৈতিক প্রচারকার্য, প্রর্থি মনোনয়ন, কিংবা প্রার্থীকে নির্বাচিত করার প্রচেষ্টা।

তবে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণে উদ্যোগী হওয়া। বস্তুত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন স্তরের মানুষের দাবিগুলি প্রকাশ করায়, সেইসব মানুষের দাবি অসন্তোষের আকারে ধূমায়িত হয়ে ওঠার অবকাশ পায় না এবং স্বাভাবিকভাবেই তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি উত্থাপনের সুযোগ সংকুচিত হয়। আর সে কারণে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে।

পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল রাজনৈতিক পদে ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা। এই ধরনের কাজ গোষ্ঠীগুলির কর্মপদ্ধতির অংশ। কারণ হিসেবে বলা যায় পছন্দমত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারলে গোষ্ঠীর স্বার্থপূরণ অনেক সহজসাধ্য হয়।

সবশেষে; সরকারী প্রশাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা। বিভিন্ন সময়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনকে উপদেশ দান, তথ্য সংগ্রহ ও সরকারকে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী করে থাকে। এইসব কাজ থেকেই আধুনিক গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঠিক ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। সম্ভবত, সেজন্য অনেকের ধারণা আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের মতই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও অপরিহার্য।

১৬.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যপরিচালনার স্তর

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য হ'ল সরকার গঠনের চেষ্টা না করেও গোষ্ঠীস্বার্থ যাতে পূরণ হয় তার ব্যবস্থা করা। এই প্রচেষ্টা আইনবিভাগ শাসনবিভাগ — যে কোনও একটি বা উভয়ের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে শাসনবিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিস্তৃতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে তাদের কর্মকেন্দ্রের পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছেন। আর স্বাভাবিকভাবেই তাই তারা তাদের চাপ দেওয়ার ক্ষমতাকে এখন কেন্দ্রীভূত করেছে প্রশাসনের স্তরে। অবশ্য অন্যান্য স্তরেও তারা সমান সক্রিয় থাকে (...obviously activity at one level dose not preclude activity at another)।

প্রশাসনিক স্তরে প্রভাব বিস্তারের একটি সুপরিচিত ও সহজসাধ্য কৌশল হ'ল উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে

ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মন্ত্রীদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকে। মন্ত্রী বা আমলারাও নির্দিষ্ট কোনও বিষয়ে পরামর্শের জন্য বা কারিগরী তথ্যের জন্য অনেক সময় বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাহায্য নেয়। বলা বাহুল্য, এভাবে প্রশাসনের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মতন কোনও কোনও দেশে এই সহযোগিতার সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে 'স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি' (Permanent Advisory Committee) — র মত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে। এইসব কমিটিতে একদিকে সরকারী প্রশাসকেরা থাকেন, অন্যদিকে থাকেন বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা। এইভাবে আনুষ্ঠানিক বা রীতিসিদ্ধ (formal) কমিটি ইত্যাদি এবং অনানুষ্ঠানিক (Informal) ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগ মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তবে মনে রাখা দরকার, অনানুষ্ঠানিক প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াটি চলে মূলত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

অন্যদিকে, আইনসভার স্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ অনেক বেশি প্রকাশ্যে হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রচারের সময়টাও বেশি। আর বাস্তবে দেখা যায় কার্যকলাপের পরিমাণটা প্রচারের থেকে অনেক বেশিই। ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের কার্যকলাপের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি। এক সময় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি আইনসভাকে প্রভাবিত করত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে জনসংযোগ প্রচার এবং সহানুভূতিশীল প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহায্য দেওয়ার পদ্ধতি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ আগে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা করা হ'ত, এখন সহানুভূতিশীল ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের জন্য চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সক্রিয় হতে হয়। সর্বোপরি প্রশাসন ও আইনবিভাগের সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যেসব কৌশল অবলম্বন করে, তার মধ্যে উৎকোচ বা উপঢৌকন প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আইনসভা স্তরে প্রভাব বিস্তারের একটি সুপরিচিত মাধ্যম হ'ল 'লবিং' (Lobbying)। ইউজিন ম্যাকার্থি (Eugence Mcearthy) – র মতে মার্কিন দেশে 'লবিস্টরা' বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয় : যারা মূলত ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আইনসভার সদস্যদের প্রভাবিত করতে চায়। বলা বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Congressional lobby অতিমাত্রায় নিপুণ ও পেশাদারী মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

অবশ্য, পাশাপাশি অন্য আর একটি প্রসঙ্গ এখানে স্মর্তব্য। অতিপ্রচার ও গোপনীয়তার অভাব কখনও কখনও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ব্যাপক প্রচার ও আইনসভার সদস্যদের সাথে যোগাগের ঘটনা প্রকাশ হওয়া কোনও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দুর্বলতার পরিচায়ক। তাছড়া, জাতীয় পর্যায়ে প্রচার অভিযান দক্ষতার সাথে সম্পাদিত না হ'লে শেষ পর্যন্ত তা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে ব্যর্থতার পর্যবসিত করে।

সরকারের বিচার বিভাগও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় — যদিও এই স্তরে সব দেশেই সমানভাবে গোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকে না। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আইন ও সংবিধান ব্যাখ্য করার ক্ষমতা আইন ও শাসনবিভাগের আদেশ ও চুক্তিকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করবার ক্ষমতা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে প্রলুব্ধ করে। তিনটি উপায়ে এই ধরনের প্রভাব

বিস্তারের চেষ্টা করা হয় — (১) বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতির ওপর প্রভাব প্রয়োগ, (২) বিচারপতিদের কাছে উত্থাপিত বিষয়গুলির ভালমন্দ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নিরন্তর প্রচার এবং (৩) বিচার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত এবং সক্রিয় হ'তে সাহায্য। ১৯৫৩ সালে পঞ্চাশ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন রোজেনবার্গ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল। বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে American Bar Association – এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া Amici curiae – র (আদালতের বন্ধু) মত প্রতিষ্ঠান আপীলস্তরে মামলার সাথে জড়িত বিষয়ে আদালতকে আইনের জটিল দিক ও নজীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করে। কোনও কোনও দেশে সরাসরি আর্থিক সুযোগ — সুবিধা বা উপঢৌকন ইত্যাদি দিয়েও বিচারপতিদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিদের কার্যকালের নিরাপত্তা, দীর্ঘকালের ঐতিহ্য এবং নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকার জন্য বিচারপতিদের পক্ষে গোষ্ঠীর চাপ প্রতিহত করা সম্ভব হয়। এম. ক্রিসলভ মনে করেন, সংখ্যালঘুদের প্রতি সুপ্রীম কোর্টের অনুকূল মনোভাব গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চাপকে প্রতিহত করতে সাহায করে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, একমাত্র উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। তবে, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশে গোষ্ঠীগুলির অবস্থানের মূল কারণ নিহিত তার সমাজ ব্যবস্থার চরিত্রের মধ্যে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত লাভালাভের উদ্যোগ, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর অস্তিত্ব, শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই পশ্চাত্যের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সামাজিক দিক হ'তে মানুষের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান ও স্বার্থের সংঘাত সমাজকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় নিমজ্জিত করে। আবার স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষিত ও কারিগরি বিদ্যায় সুদক্ষ অংশ, সামরিক বাহিনী এবং অভিজাত সম্প্রদায় সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের মন্দাহার, যোগাযোগের অভাব, সংগঠিতভাবে কাজ করার অক্ষমতা এবং সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব তাদের কাজের পথে অন্তরায় বলে মনে করা হয়। তবে, কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চাপ থেকে মুক্ত একথা না বলা গেলেও তাদের (গোষ্ঠীগুলির) এক্তিয়ার অত্যন্ত সীমিত, কারণ শাসকচক্র গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী নয়।

১৬.৬ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্য—পদ্ধতির নির্ধারক সমূহ

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোন্ পথে তার দাবি আদায়ের চেষ্টা করে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর গোষ্ঠীর কার্যপদ্ধতি নির্ভরশীল, সে সম্পর্কে যথাথ পরিচয় না পেলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অ্যালন বল (Alan R. Ball) এই রকম পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যেগুলর ওপর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ও গুরুত্ব নির্ভর করে। এগুলিকেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতি ও ভূমিকা — নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিষয়গুলি হ'ল — (১) রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Political Institutional Structure); (২) দলব্যবস্থার প্রকৃতি (The nature of party system); (৩) রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture); (৪) সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the issue) এবং (৫) গোষ্ঠীর প্রকৃতি (Nature of the Group)।

নিম্নলিখিত উপায়ে বিষয়গুলি প্রাঞ্জল করা যায় ঃ

প্রথমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি অনেকটা নির্ভর করে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর। ইংল্যাণ্ডে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা ও একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার ও মন্ত্রিপরিষদের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় আইনসভার তুলনায় মন্ত্রী ও প্রশাসনিক প্রধানদের ওপর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীবৃন্দ বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল। অর্থাৎ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ওপর শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে চাপসৃষ্টিকারীদের চাপ কেনদ্র (Centre of pressure) শাসন বিভাগের ওপর নিবদ্ধ থাকে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিভাজন থাকায় এবং আইনবিভাগও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমানভাবে আইন ও শাসন বিভাগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মার্কিন আইনসভা বা কংগ্রেস কমিটি ব্যবস্থা খুব শক্তিশালী হবার দরুন অনেক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরই লক্ষ্য থাকে এইসব কমিটিগুলি।

প্রসঙ্গত, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরকারের কোনও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থকলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আবার ক্ষমতা বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে বন্টিত থাকলে এক অংশের বিরুদ্ধে অন্য অংশকে প্ররোচিত করা এবং কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত ভণ্ডুল করে দেবার মধ্যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তার কাজ সীমাবদ্ধ রাখে। সর্বোপরি, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সমানভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ফলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টাও বিকেন্দ্রিত হ'তে বাধ্য। সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, বিভিন্ন দেশের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পদ্ধতিতে তারতম্য আছে এবং একই দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে গোষ্ঠীর পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়।

দ্বিতীয়ত, দল ব্যবস্থার প্রকৃতিও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকাকে অনেকটা নির্ধারণ করে। এই ভূমিকা দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; যার একটি হ'ল প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সম্পর্ক এবং শ্রমিক দলের পক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার প্রচার অভিযান ব্রিটেনের নির্বচনী যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আবার ফ্রান্সের সর্বপেক্ষা শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠন সি.জি.টি. কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত একটি শ্রমিক সংঘ। ভারতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলি মধ্যে নিবিড় সম্পক: সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের মতাদশ। শৃঙ্খলা ও সংগঠন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয়। যেমন, বহু দলীয় ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্বের অভাব, দুর্বল সাংগঠনিক ভিত্তি গোষ্ঠী শিকারের সীমানাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। তুলনায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম, কারণ এই ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ও মতাদর্শগত সংহতি। অভিজ্ঞাতায় দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস কেবল আঞ্চলিক চাপের কাছে মাথা নত করে না, দলীয় কাঠামোর দুর্বলতা, শৃঙ্খলার অভাবও প্রধান দু'টি দলের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য কংগ্রেস সদস্যদের বিবিধ চাপের কাছে সহজেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। অবশ্য, আনেক দেশে দলের সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত ঐক্য তথা দলীয় সদস্যদের আপসহীন মনোভাব বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাপ সহজেই প্রতিহত করতে পারে।

তৃতীয়ত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওফর। বস্তুত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোভাব প্রকাশ করে। কোনও কোনও দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক মনোবৃত্তি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজে সহায়ক — আবার কোথাও বা এই ধরনের গোষ্ঠীর অবস্থান জনসাধারণের মধ্যে ব্যপক বিরোধিতার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, সমস্ত ব্যাপারটাই এইসব গোষ্ঠঈ ও বৃহত্তর জনসাধারণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনোবৃত্তির ওপর নির্ভরশঈল। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য বিরোধিতার সামনে পড়ে না, বরং তাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশরুপে গণ্য করা হয়। অথচ এশিয়া, আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণ শিক্ষার অভাব, রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমান, রাজনৈতিক দলের শ্লথগতি, যেমন জনসাধারণের সুচিন্তিত মনোভাব অনুধাবনের পথে অন্তরায়, তেমনই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কার্যকালাপ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূল।

পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় দাবি আদায়ের কোন্ পদ্ধতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গ্রহণ করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফ্রান্সে প্রত্যক্ষসংগ্রামের পদ্ধতির ব্যবহার ইংল্যান্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি। ভারতেও শ্রমিক ধর্মঘট বা ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা অপ্রতুল নয়। তাই বলা হয়, জনসাধারণেরা মনোভাব এই ধরনের সংগ্রামের অনুকূল হ'লে স্বাভাবিকভাবেই সাফল্য বেশি আসে।

চতুর্থ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যকলাপের নির্ধারক হিসেবে সমস্যার প্রকৃতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, কোনও গোষ্ঠীর লক্ষ্য যদি হয় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধিতা, তাহলে সেই গোষ্ঠী সরকারী সিদ্ধান্তে খুব একটা প্রস্তাব ফেলতে পারে না। অন্যদিকে ব্যবস্থার সমর্থন লক্ষ্য হ'লে এর বিপরীত ফল দেয়। তাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সমস্যার প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে থাকে। এবং

পঞ্চমত, গোষ্ঠীর প্রকৃতির। নির্ধারক অনুযায়ী বলা হয়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণের পদ্ধতি তার লক্ষ্যের প্রকৃতির ওফর নির্ভরশীল। বিদ্যমান সরকারী কাঠামোর অনুকূল বা প্রতিকূল গোষ্ঠীর যে কোনও লক্ষ্যের সার্থকতা শেষাবধি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বুঝবার শক্তির ওপর। সাধারণভাবে একটি গোষ্ঠীর আকৃতি ও অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সদস্যদের ভূমিকা এই শক্তির মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। যেনম , ব্যাঙ্ক কর্মীদের সংগঠন যে কোনও সময় সরকারকে বিপদে ফেলে দিতে পারে; কারণ ব্যাঙ্ক কর্মীরা এমন ধরনের আর্থিক কার্যাদির সঙ্গো জড়িত যে, সরকারের সঙ্গো অসহযোগ করলে সরকার বাধ্য হয় তাদের দাবি মেনে নিতে। সম্ভবত, সেজন্য সরকার চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সাহায্য ও সহযোগিতা সতত দাবি করে।

১৬.৭ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্টী ও রাজনৈতিক দল একই রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করলেও তাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে. বস্তুত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের কাজ হ'ল বিভিন্ন চারসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবি ও কর্মসূচীকে আরও ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে পরিণত করে ভোটদাতাদের কাছে উপস্থিত করা। এইজন্যই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর গ্রন্থিকরণ (Interest Group Articulation) ও দলীয় সমষ্টিকরণ (Party aggaregtion) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

ও রাজনৈতিক দলের পার্থক্য নির্ধারণের মাপকাঠি হিবেবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালান বল মনে করেন, স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest Articulation) উদার গণতান্ত্রিক দেশে সামগ্রিকতাবাদী দেশের তুলনায় অনেক বেশি সুস্পষ্ট।

বাস্তবিক, সাংগঠনিক দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যায়। রাজনৈতিক দলের সংগঠন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের সদস্যসংখ্যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় বেশি। সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কর্তব্য হ'ল প্রার্থী বাছাই করা এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠন ও পরিচালনা করা, সরকারের কর্মপন্থা ও নীতি নির্ধারণ করা। পক্ষান্তরে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দায়িত্ব হল সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নিজের স্বার্থের অনুকূলে নিয়ে আসা। প্রকৃতপক্ষে, চাপসৃষ্টিকারী উদ্ভবই ঘটে সমাজ জীবনে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক বা অন্যান্য গোষ্ঠীস্বার্থকে ভিত্তি করে। পরে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়।

আবার উদ্দেশ্যের দিক থেকেও রাজনৈতিক দল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তুলনায় ব্যাপক। সমজাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয়ই তার বিবেচ্য — বৃহত্তর সামাজিক বা জাতীয় স্বার্থ তার বিবেচ্য নয়। রাষ্ট্রনীতিবিদ নিউম্যান তাই বলেন, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মূলত সমজাতীয় স্বার্থের প্রতিভূরূপে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে। তার লক্ষ্য নির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে সরকারী সিদ্ধান্তকে নিজের স্বার্থরক্ষার সহায়ক করা। বস্তুত, গোষ্ঠীর স্বার্থ ও লক্ষ্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের স্তর ও ক্ষেত্র নির্ভরশীল। অপরদিকে, রাজনৈতিক দল কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের আজ্ঞাবহ থাকে না, বরং তা বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠীর কাজ ও স্বার্থের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মতাদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে নিজের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করাই হ'ল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দল একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ওপর গড়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট মতাদর্শগত কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়। কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রকৃতপক্ষে তার আস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অথচ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সেই মতাদর্শ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে না। কেবল কোনও সুনির্দিষ্ট স্বার্থরক্ষাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সেজন্য রাজনৈতিক দলকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় আরও বেশী বিষয় ও সমস্যার সমাধানের জন্য নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল অত্যন্ত সংগঠিত। তার সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা কঠিন হ'লেও সদস্যসংখ্যা সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তদুপরি দলীয় সদস্যরা কঠোর দলীয় শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ। তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা সীমিত এবং গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলাও এখানে কঠোর ও জটিল নয়। তাছাড়া তার সাংগঠনিক ভিত্তি হয় শিথিল প্রকৃতির।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষভাবে সরকারী ক্ষমতা দখল করে নিজস্ব কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে। প্রয়োজন হ'লে কয়েকটি সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে কোয়লিশন বা মোর্চা সরকার গঠন করে যৌথভাবে ক্ষমতা ভোগ করে। অথচ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতা

দখল করতে রাজি হয় না — বরং সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করাই তার লক্ষ্য। অবশ্য, বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পক্ষে যৌথ মোর্চা গঠন করা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেকেই বিশিষ্ট স্বার্থের প্রতিভূ বলে পারস্পরিক সমঝোতার সুযোগ ও সম্ভাবনা এখানে কম থাকে।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত খোলামেলা এবং তাদের বক্তব্যও অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট। কিন্তু, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজের পদ্ধতি পরোক্ষ এবং সাধারণত গোপনীয়। তাই রাজনৈতিক দল যেখানে তার উদ্দেশ্যকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে তাদের সমর্থন পেতে চায়, সেখানে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও পদ্ধতি জনসাধারণের কাছে সব সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

পঞ্চমত, কোনও রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক বা একাধিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী অবস্থান করতে পারে এবং তারা পরস্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দলের নীতি ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হ'তে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও কোনও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন গোষ্ঠীর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবং কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকার জন্য আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ কম।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দল কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয়। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সেভাবে নির্বাচনে অংশ নেবার সুযোগ কম। পরিবর্তে তার সদস্যরা কোনও দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী আসরে নামতে পারে। কিংবা গোষ্ঠী নেপথ্যে থেকে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা বা সরাসরি কোনও দলের পক্ষে প্রচারে নামতে পারে।

সপ্তমত, রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যবস্থা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর তুলনায় জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এর কারণ দলের বিভিন্ন অংশের ভারসাম্য বজায় রেখে তাকে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

অষ্টমত, অনেক সময় আঞ্চলিক মনোভাবের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

তবে, আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নাগরিকদের রাজনৈতিক ভূমিকায়অবতীর্ণ করানো হ'ল রাজনৈতিক দলের অন্যতম এক প্রধান কাজ। ইংরাজিতে এই ধরনের কাজকে বলা হয় Political Recruitment। তাছাড়া নাগরিকদের সামনে বিকল্প কর্মসূচী পেশ করা, তাদের সক্রিয় ও সংগঠিত করাও হ'ল দলের দায়িত্ব। অথচ, সক্রিয় ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ক্ষমতা খুব সামান্য। অবশ্য রাজনৈতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর ভূমিকা ও প্রভাবের প্রশ্নটিকে অস্বীকার করা যায় না।

উপরিউক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও অনেক সময় রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে তফাৎ বোঝা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। যেমন, প্রশ্ন ওঠে, ভারতের রিপাবলিকান পার্টিকে বা ঝাড়খণ্ড পার্টিকে কী দল মর্যাদা দেওয়া হবে, না চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা হবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্চ সোসাইটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে, একথা সত্য যে উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই রাজনৈতিক দলগুলির দুর্বলতা এই পার্থক্য নিরূপণের প্রশ্নটিকে অস্বচ্ছ করে।

১৬.৮ অনুশীলনী

১। চাপসসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? আধুনিক রাষ্ট্রে এদের প্রকৃতি ও ভূমিকা নির্দেশ করুন।

২। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়? উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই গোষ্ঠীগুলির কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৩। চাপগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিন। উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিকে চাপগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি ও স্তরগুলি লিখুন।

৪। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিন। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মধ্যে পার্থক্য দেখান।

৫। রাজনৈতিক দলের থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কী অর্থে ভিন্ন? উদারনীতিক গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে সংক্ষেপে তার আলোচনা করুন।

১৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Almod, G. A & Powell, G. B. (Jr.) : Comparative Politics, 1975.

2. Bell, Allen R. : Modern Politics and Government, Macmillan, 1973.

3. Key, V.O. : Politics, Parties and Pressure Groups, 1964.

4. Mackenzie, W.J.M. : 'Pressure Groups : The Comparatiave Framework', in *Political Studies, 1955.*

5. চক্রবর্তী, হিমাচল : রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১৯৯৫।

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....